بسم الله الرحمن الرحيم

" ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফযীলত।"

Subject:Research & Masail.

Submitted to:

Muhammad Abdul Wahid
Ustadh,RAM & FQH Department
Islamic Online Madrasa-IOM

Prepared by:

Mahmuda Akter
Roll: 20102164
Batch: 201,6th Semester
Islamic Online Madrasa-IOM

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন:গুরুত্ব ও ফযীলত

মাহমুদা আক্তার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান রাব্বে কারীম আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত লাখো কুটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি,যিনি আমাকে জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা ও সুস্থতা দান করেছেন এবং তা কাজে লাগিয়ে 'ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফযীলত' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করার তৌফিক দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার সাথে জড়িত সবার প্রতি,যেই প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিণত বয়সে এসেও দ্বীন শিখতে পারছি,আলহামদুলিল্লাহ।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদে মুহতারাম মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে এই প্রবন্ধ রচনার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন।আল্লাহ উস্তাদকে দুজাহানের কামিয়াবি দান করুন।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা'র আমার প্রিয় সহপাঠী জুলফা জুমিরাত আপুর প্রতি অশেষ দুয়া ও ভালোবাসা,যিনি আমাকে প্রযুক্তিগত তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন- যা এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে।

আল্লাহর অবারিত রহমতে, সবার সহায়তায় এই ক্ষুদ্র আমি- প্রবন্ধটি রচনা করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাকে দ্বীনের ইল্ম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করার,পরিবার ও মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুন।ভবিষ্যত প্রজন্মকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের জন্য কবুল করুন।আমীন।

২০১০২১৬৪

ব্যাচ নং-২০১

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রারম্ভিকাঃ	০৫
০২	সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের নির্দেশনা	০৫
০৩	সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত	০৬
০৪	পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	০৭
৪.১	◆আদর্শ মা নির্বাচন	০৮
৪.২	◆সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করা	০৯
৪.৩	◆শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা ও সুন্দর নাম রাখা	১১
৪.৪	◆ছেলেতে মেয়েতে বৈষম্য না করা	১৩
৪.৫	◆সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া	১৫
৪.৬	◆সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা	২০
৪.৭	◆পরিণত বয়সে বিবাহ দেওয়া	২৫
০৫	শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি	২৬
০৬	শিশুমনে দ্বীনের বীজ রোপণের গুরুত্ব	২৭
০৭	শিশুকে দ্বীনি পরিবেশ প্রদানের গুরুত্ব	২৮
০৮	সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের ফযীলত	৩১
০৯	পরিশিষ্ট	৩২
১০	তথ্যসূত্র	৩৪

প্রারম্ভিকাঃ

যেকোনো প্রাণী জন্মের সাথে সাথেই সে তার জাতের বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়।কিন্তু মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব- আশরাফুল মাখলুকাত।মানব সন্তানকে প্রয়োজনীয় সেবা যত্ন,শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দিয়ে তবেই মানুষ বানাতে হয়।মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী চলে তাহলে সে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে।আর যদি সে মন্দ কাজ ও পাপাচারে ডুবে যায় তাহলে সে পশুকেও হার মানাতে পারে।

তাই সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।যদি একটি সন্তান তার নিজের ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানে,তবে কি করে সে অন্যদেরকে তার নিজের ধর্মের প্রতি আহবান করবে? মুসলিম অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা দানের জন্য বিশাল অংকের টাকা খরচ করছেন অথচ ধর্মীয় শিক্ষাকে একটা অযাচিত উপদ্রব ভাবছেন। তাদের মধ্যে লজ্জারও উদ্রেক হয়না, যখন তাদের সন্তান শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারে না কিংবা ঠিকমতো সালাত আদায় করতে পারে না

হেদায়েত মিলবে কেবল সঠিক ও শাশ্বত জ্ঞানের পথ ধরে আর পিতা-মাতার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। এব্যাপারে তারাই একমাত্র দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির আওতাধীন। তাঁদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের নির্দেশনা

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা।আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছেঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরা শুরা-৪২: ৪৯-৫০]

সন্তান জীবনের শোভন ও সৌন্দর্য।সুসন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন মা-বাবা। আদর্শ সন্তানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান বৃদ্ধি হয় তাঁদের। মৃত্যুর পরও তার সুফল পেতে থাকেন অনন্তকাল। পবিত্র কোরআনে সন্তানকে আল্লাহ তাআলা জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।(সূরা কাহফ-১৮ঃ৪৬)

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেন। বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন।
এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না।
দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। (সূরা আনফাল ৮: ২৮)

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন–

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها الله، وأولادُكم التي وَهَبَها الله لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها لِيَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِه.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮)

আরেক হাদীসের ঘোষণাঃ

ما مِن عبد اسْتَرْعاه الله رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০)

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেনঃ

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। [সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪]

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সাতটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :

এক.আদর্শ মা নির্বাচন:

সুসন্তান লাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সন্তানের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন করা। অর্থাৎ এমন নারীকে বিয়ে করা, যে সন্তানের আদর্শ মা হতে পারবে। হাদিসে বিয়ের আগে মেয়ের চারটি গুণাগুণ দেখতে বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ".

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নারীদের চারটি গুণ দেখে বিয়ে করো—তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। তবে তুমি দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেবে। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৯০)

রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْه.

'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিবাহ দাও' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)।

হাদিসে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। দ্বিনদারি অর্থ শুধু ইবাদত পালন নয়। দ্বিনদারির অর্থ হলো, আল্লাহ বর্ণিত সব বিধান মান্য করে চলা। স্ত্রী হিসেবে, ঘরের বউ হিসেবে, সন্তানের মা হিসেবে তার করণীয়গুলো পালন করা।

দুই. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা:

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফের ইরশাদ-

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা(-মাতা)র দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬)

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমনঃ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِیْ وَ بَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৩৫)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেনঃ

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। (সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৪০)

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান-

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৮)

তিনি আরো দুআ করেনঃ

হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং (বলেন)-

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। (সূরা মারইয়াম ১৯: ৬)

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেনঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সূরা আসসাফ্‌ফাত ৩৭ : ১০০)

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেনঃ

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৫)

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেনঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান ২৫ : ৭৪)

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

তিন. শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা এবং সুন্দর নাম রাখা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেনঃ

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪)

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল-

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭)

◆সুন্দর ও অর্থবহ নাম সন্তানের প্রথম অধিকার। রাসুলুল্লাহ (সা.) সন্তান জন্মের সাত দিনের ভেতর তার নাম রাখার ও আকিকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

«كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

'প্রত্যেক শিশুই তার আকীকা জরুরী। জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য জবাই করা হবে এবং তার মাথা নেড়ে করা হবে আর নাম রাখা হবে। [আবূ দাউদ : ২৮৪০; মুসনাদ আহমদ : ২০০৯৫।]

সন্তানের নাম সুন্দর ও অর্থবহ হওয়া আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইসলাম গ্রহণের পর অনেক সাহাবির নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁদের নাম ইসলামী ভাবাদর্শের সঙ্গে

সাংঘর্ষিক ছিল অথবা তাঁদের নাম অর্থপূর্ণ ছিল না। জয়নব (রা.)-এর নাম ‘বাররাহ’ পরিবর্তন করে জয়নব রাখেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১৯২)

সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা সুন্দর নাম রাখো।’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৯৪৮)

একইভাবে তিনি অর্থহীন, শ্রুতিকটু ও মন্দ অর্থের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমরা তোমাদের ছেলেদের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজাহ ও আফলাহ রেখো না।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৩৬)

আল্লাহ কুরআনুল কারীমে মন্দ উপনামে ডাকতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেনঃ

وَلَا تَلْمِزُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ........

......আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম। (সূরা আল হুজরাত ৪৯:১১)

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

চার. সন্তানদের মাঝে সমতা স্থাপন করা

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে—তার জন্মে আনন্দ প্রকাশ করা মা-বাবার জন্য ঈমানের পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্মকে কোরআনে সুসংবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে,

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰي ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

(আল্লাহ বললেন) ‘হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেইনি’।

(সুরা : মারিয়াম ১৯ : ৭)

ছেলে জন্মের খবর যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মেয়ে জন্মের সংবাদও আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। যারা এই সুসংবাদে সন্তুষ্ট হতে পারে না, মনে মনে ব্যথিত হয়, আল্লাহ তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰي ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْم
يَتَوَارٰي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰي هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْن

আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। আপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ! (সূরা আন নাহল ১৬ : ৫৮-৫৯)

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেনঃ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَ اِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، وَ اِنِّىٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৬)

অনেক নারী অনেক পুরুষের তুলনায় উত্তম হতে পারে। অনেক পুরুষ অনেক নারীর তুলনায় অধমও হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

......قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

...... ‘আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের ভেতর সুবিচার করো।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫৮৭)

রাসূল (সাঃ) আরো বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا؟

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে একজন লোক বসেছিল। অতঃপর তার একটি ছেলে সন্তান (তার নিকট) আসলে সে তাকে চুমু দিয়ে রানের উপর বসালো। অতঃপর তার একটি কন্যা সন্তান আগমন করলে তাকে পাশে বসালো। তিনি বললেন, তুমি উভয়ের মাঝে ইনছাফ করলে না কেন? (শারহু মা'আনিল আছার হা/৫৮৪৭; শু'আবুল ঈমান হা/১১০২২; ছহীহাহ হা/৩০৯৮)
এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদর-স্নেহ, ধন-সম্পদ যাবতীয় বিষয়ে সন্তানদের মাঝে সমতা স্থাপন করতে হবে।

পাঁচ. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী ? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি–
ক.কুরআনী উপদেশ
খ. সীরাতে রাসূল সাঃ এর নির্দেশনা

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬)

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।
তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত

পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া

অর্থাৎ আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ:

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ : يٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। (সূরা লুকমান ৩১ : ১৩)

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ।

বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَیَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা লুকমান ৩১: ১৬)

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ দেওয়া।

নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। (সূরা লুকমান ৩১: ১৭)

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান ৩১ : ১৮)

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَ اقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। (সূরা লুকমান ৩১ : ১৯)

লুকমান হাকিম তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেনঃ

!يا غلامُ! ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

.احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

.تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। -প্রাগুক্ত

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।)
অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ ليُخْطِئَك، وأن ما أَخْطأَك لم يكن ليُصِيْبَك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। (মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮)

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হলঃ শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর 'ইয়া গোলাম' বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন- এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।' এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবক'টি নসীহত পেশ করেছেন।

ছয়. সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা:

শিক্ষা-দীক্ষা,পারিবারিক প্রতিপালন ও পারিপার্শ্বিকতা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবা ও অভিভাবকদের অনেক বেশি যত্নশীল হতে হবে। সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে সে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবার, দেশ ও জাতির সম্পদে পরিণত হবে। ইসলাম শিশুর প্রতিপালনে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে বলেছে। তা হলো—

(ক) সন্তানকে ঈমান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া:

ঈমানি শিক্ষার অর্থ হলো, তাকে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস, ইবাদত ও আমল, হালাল ও হারাম, আল্লাহর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা। এই পরিমাণ দ্বিনি শিক্ষা নিশ্চিত করা মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য। মা-বাবা তা করতে ব্যর্থ হলে পরিণত বয়সে ব্যক্তির জন্য তা অর্জন করা ফরজ।

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনাঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। (সূরা ফাতির : ২৮)

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।" (ইবনে মাজাহ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের শিশুদের সর্বপ্রথম কথা শেখাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই)। (বায়হাকি ও মুসতাদরাকে হাকিম)

(খ) চারিত্রিক শিক্ষা :

শিশুকে শৈশব থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখাতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানুষের সেবা, সময়ানুবর্তিতা, পরিমিতিবোধ ও অল্পতুষ্টির উপকার বোঝাতে হবে।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আল আহযাব ৩৩ঃ২১)

একই সঙ্গে অপরিচ্ছন্নতা, মানুষ ও পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের ক্ষতি করা, কারো জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করার মতো মন্দ স্বভাবগুলো সম্পর্কে সচেতন করাও আবশ্যক।

(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ :

বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য শিশুকে শৈশব থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ও সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত করা, বুদ্ধির বিকাশ হয় এমন খেলনা ও জ্ঞানচর্চার উপকরণের ব্যবস্থা করা। ইতিহাস সচেতন করতে ঐতিহাসিক স্থাপনা ও জাদুঘর পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া। অর্থহীন গল্প না করে পূর্ববর্তী জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও ইতিহাসের মহানায়কদের বৃত্তান্ত শোনানো। কোরআন-হাদিসে বর্ণিত গল্প ও ইতিহাস, ইসলামের স্বর্ণযুগের মনীষীদের জীবনচরিত ও জ্ঞান সাধনা, আল্লাহর পথে তাঁদের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের বিবরণ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে।

(ঘ) শারীরিক সুস্থতা ও প্রবৃদ্ধি :

শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে মাতৃস্তনে দুধের সৃষ্টি হয়। মা যতবার শিশুকে দুধ পান করাবে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। শিশুর শারীরিক সুস্থতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। সন্তানকে দুধপান করানোর কারণে আল্লাহ মায়েদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

‘যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু’বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে’ (বাক্বারাহ ২/২৩৩)।

পাশাপাশি ইসলাম শিশুর শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করতে উপকারী খেলাধুলায় উৎসাহিত করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)ও হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর সঙ্গে খেলাধুলায় লিপ্ত হতেন।

(ঙ) মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা :

শিশুর মানসিক বিকাশে ইসলাম শিশুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। শিশুর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছে। তাদের সঙ্গে মিথ্যা বলতে এবং প্রতারণা করতে বারণ করেছে। ইসলাম বুঝমান শিশুর সামনে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করতেও নিষেধ করেছে।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ বলেন
‘যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে বলল, এসো আমি তোমাকে দেব, অতঃপর সে যদি না দেয়, তবে এটা মিথ্যা বলা হবে।’ (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৯৯১)

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তার জন্য বৈধ খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করার নির্দেশনাও রয়েছে ইসলামে।

(চ) সামাজিকীকরণ:

শিশু প্রতিপালনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিশু সমাজের কার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, সেটাই সামাজিকীকরণের মূল বিষয়। শিশুর সামাজিকীকরণে শিশুকে বিভিন্ন সামাজিক আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে বলে। বুঝমান শিশুকে মসজিদে, ঈদগাহে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও বলা হয়েছে। সমাজের সবার প্রতি ইসলামের নির্দেশ হলো, শিশুর প্রতি সুন্দর আচরণ করতে হবে, যেন সে সুন্দর আচরণ শিখতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
‘যারা বড়কে সম্মান করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৯২১)

(ছ) শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা :

পিতা-মাতা চান বাচ্চারা সম্মান ও মর্যাদাবোধ নিয়ে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠুক। কিন্তু তাদেরকে উপরে উঠাতে গিয়ে না বুঝে নিচে টেনে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের বড় করতে

গিয়ে ছোট করা হচ্ছে। যেমন কোন আত্মীয়ের সামনে নিজের সন্তানকে বলা হচ্ছে, ‘তোমার খালাতো ভাই কত বুদ্ধিমান! কত সুন্দর করে কথা বলে! ব্যবহার কত ভালো, এদের দেখে শিখো। কিছুতো পারো না’। এতে সবার সামনে তার মর্যাদায় আঘাত দেয়া হ’ল। আরও বলা হ’ল, ‘অমুক ছেলে পড়াশোনায়, খেলাধূলায় জিনিয়াস, তুমি কি করো! তুমি তো একটা গাধা! এতে কি ছেলেকে উৎসাহিত করা হ’ল না নিরুৎসাহিত করা হ’ল?

একটি দু’বছরের শিশুকে তাচ্ছিল্য করলেও সে মন খারাপ করে। সেখানে কিশোর বয়সী সন্তানকে সবার সামনে ছোট করে তাকে কিভাবে বড় করা যাবে? তার আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হ’তে হ’তে এক সময় তার মনে হবে, সত্যিই আমি গাধা আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। একটি কথা ভাবতে হবে যে, প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা আছে। সন্তান ভালো কিছু করলে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। খারাপ কিছু করলে খারাপকে এড়িয়ে সুন্দর উপদেশ দিতে হবে। তার ভেতরের অফুরন্ত সম্ভবনাকে নষ্ট করা করা যাবে না।

(জ) সন্তানের বিপদে তার মনে শক্তি জোগাতে হবে :

বয়ঃসন্ধির সময়টিতে সন্তানদের প্রতি মা-বাবার বিশেষ যত্ন, ভালবাসা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। সে যেন মনে করে তার বাবা-মা তার সর্বাধিক কাছের মানুষ। সন্তান যেন বাবা-মা'কে বন্ধু মনে করে। তার সকল সুখ-দুঃখের কথা যেন বলতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করতে ব্যর্থ হন। যেমন- সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলেছে, যাতে সে বিব্রত ও লজ্জিত। সে অপরাধবোধ, সিদ্ধান্তহীনতা নিয়ে হতাশায় ভুগছে। এই নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার শক্তি জোগাবে তার জীবনের সবচেয়ে আপনজন তার পিতা-মাতা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা সঠিক পরামর্শ বা সান্ত্বনা না দিয়ে বকাবকি, অপমান বা অত্যাচার করেন। যার কারণে তার মধ্যে যতটুকু ইতিবাচক মনোভাব ছিল সেটাও ধূলায় মিশিয়ে যায়। অথচ এমতাবস্থায় তার আবেগীয় ভুলগুলো আলোচনা করে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তির গভীরে গিয়ে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করলেই তার জীবনধারা বদলে যাবে।

(ঝ) সন্তানকে উপযুক্ত সময় দেওয়া :

সফল মাতা-পিতা হবার গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য হ’ল সন্তানদের সময় দেয়া। কার্যকর সময় দেয়া মানে সন্তানের সাথে ভাব বিনিময় করা, সন্তানের সাথে পড়াশোনা, ধর্মীয় আলোচনা,

নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, গল্প করা, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ও এবিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা। এতে সন্তানদের দায়িত্ববোধ, গুরুত্ববোধ, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পিতা-মাতার সাথে আন্তরিকতা, মুক্তমনে আলোচনার সম্পর্ক ঠিক থাকে। তখন জমে থাকা অনেক কথা, যে কোন পরামর্শ খোলা-মেলাভাবে পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করতে পারে। এতে বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সন্তানরা মুক্ত থাকে। বিপদাপন্ন সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে। অথচ অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায়, বাচ্চাদের সাথে তেমন কথা-বার্তা বলা প্রয়োজনবোধ করেন না অভিভাবকরা। অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলেন না। তারা মনে করেন খাওয়া-পরা, স্কুল-কলেজে পড়ানো, প্রাইভেট টিউটর, পোশাক-পরিচ্ছদ, কম্পিউটার, মোবাইল সব কিছুই তো দেয়া হচ্ছে। যা চাচ্ছে সবই তো পাচ্ছে। অপূর্ণ তো কিছু রাখা হয়নি। অথচ সন্তান যতই বড় হৌক তারা চায় পিতা-মাতার আন্তরিক সান্নিধ্য, সাহচর্য, চায় তাদের সাথে প্রাণখুলে কথা বলতে,চায় অন্তরখোলা ভালবাসা। আল্লাহ বলেন, সন্তানের কল্যাণ বিষয়ে তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর (তালাক ৬৫/৬) এমনটি না করলে সন্তান যেমন বিপদগামী হবে তেমনি সন্তানের কারণে পিতা-মাতকে বিপদে পড়তে হবে।

(ঞ) পিতা-মাতার দূরদর্শী হওয়া :

শিশুর মনের অবস্থা বুঝতে হবে। সে কাঁদলেই মা নাচিয়ে, দুলিয়ে, ধমকিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কখনও চড়-থাপ্পড় মেরে শান্ত করার চেষ্টা করেন। অথচ শিশু কি চাই? কেন সে কাঁদছে? সেটি বুঝে উঠতে পারেন না। একটু খোঁজ করলেই তার সমস্যার কারণ মা বের করতে পারেন। মা'তো তার সর্বসময়ের সাথী। এজন্য মাকে বিচক্ষণ হ'তে হবে। মোটকথা শিশুর সামনে রাগ দেখানো, মারধর, জোরে চিৎকার অযথা ধমকানো থেকে বিরত থেকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। উন্নত জীবন গড়ার জন্য সন্তানের মনোভাব বোঝাটাও একান্ত যরূরী। তাই শৈশব কাল থেকে সন্তানের মনোভাব বুঝে তার আগ্রহের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।

(ট) শিশুর সামনে আদর্শ মডেল তুলে ধরতে হবে :

কেবল কথা বলে বা উপদেশ দিয়ে শিশুকে বোঝানো কষ্টসাধ্য। তাই তার সামনে চরিত্র গঠনের বিষয়গুলো কাহিনী অবলম্বনে শোনালে তা তার মনে সহজে রেখাপাত করবে। আজকাল অনেকে বাচ্চাদের হাতে ঠাকুর মা'র ঝুলির মত আজগুবি ভূতের গল্প ও কল্পকাহিনী জাতীয় বই তুলে দেয়া হচ্ছে। এসব বইয়ের গল্পগুলো অবাস্তব, অসত্য ও অলীক। যা শিশুদের সত্য

গ্রহণ ও তা জীবনে বাস্তবায়ন থেকে দূরে রাখে। বাজারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সত্য কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান নামে বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। এছাড়া মনীষীদের জীবনকাহিনী, তাদের ধৈর্য, ব্যাপক অধ্যাবসায় ও উন্নত চরিত্রের গল্প ইত্যাদি শিক্ষণীয় বইপত্র তাদেরকে পড়ে শুনান বা পড়তে বলে তাদের নিকট শুনার ব্যবস্থা করা যায়। এতে শিশু সুস্থ মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে

(ঠ)ছোট থেকে ইতিবাচক শিক্ষায় গড়ে তোলা :

শিশু কিছু বোঝে না একথা কখনই মনে করা ঠিক নয়, ও ঠিকই বোঝে, ক্ষেত্র বিশেষে ও পিতা-মাতার চাইতে দ্রুত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। সে অনেকটা কাদামাটির ন্যায়, যেভাবে গড়া হবে সেভাবেই গড়ে উঠবে। পিতা-মাতা, বাড়িতে থাকা ভাই-বোনরাই তার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। শিশুরা দেখে শেখে, শুনে শেখে, করে শেখে। তাদের ব্রেনের সফটওয়ার এসময় সম্পূর্ণ খালি থাকে। ফলে যা দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে, তাই ব্রেনে দ্রুত রেকর্ড হয়ে যাবে। যেমন কোন শিশু ঘরের ভেতর দৌড়াতে গিয়ে কোন জিনিসে আঘাত পেয়ে কাঁদতে শুরু করল, তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উক্ত বস্তুতে আঘাত করে বাচ্চাকে বুঝানো হ'ল সেটিকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বাচ্চার কান্না থেমে গেল। এতে সন্তানকে শেখানো হ'ল যে কষ্ট দেয় তাকে মারতে হয়। ফলে ঐ শিশু ছোট থেকেই প্রতিশোধ পরায়ণতা শিখল।

এখানে ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করছি। তিনি বলেন, শিশু মা-বাবার কাছে আমানত ও তার অন্তর মূল্যবান মণিমুক্তাতুল্য। তা শূন্য ক্যানভাসের মতো পবিত্র ও নির্মল। তা যেকোনো চিত্রের জন্যই উপযোগী এবং তাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরানো যায়। তাকে যদি ভালো কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তাকে মন্দ কাজে অভ্যস্ত করা হয় বা পশুর মতো অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়, তবে সে হতভাগ্য ও ধ্বংস হবে। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হলো তাকে আদবকায়দা ও শিষ্টাচার এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া। (ইউসুফ আল হাসান, আল ওয়াজিজ ফিত-তারবিয়্যাহ, পৃষ্ঠাঃ ২)

সাত.পরিণত বয়সে সন্তানের বিবাহ দেওয়া :

পিতা-মাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হ'ল ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করলে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم
'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন' (নূর ২৪/৩২)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء"
'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে এবং চক্ষুকে অবনত রাখে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম হ'ল তার জন্য ঢাল স্বরূপ'। (বুখারী হা/৫০৬৫; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০)

তিনি আরো বলেন,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»
'যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে যেন দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। অতএব বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'।(বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৬২৫; মিশকাত হা/৩০৯৬)

'নিজেকে ব্যভিচার থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহকারীকে আল্লাহ সাহায্য করেন'।(ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৭)
এভাবে সময়মতো বিয়ের ব্যবস্থা করার ফলে সমাজে যেনা ব্যভিচারের সংখ্যা কমে আসবে। যুবসমাজ ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে। হালাল সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠবে আগামীর সুস্থ্য, সুন্দর প্রজন্ম।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা

হল- আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

◆শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

◆শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন- সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

◆মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন- মিথ্যা বলো না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

◆সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিশুমনে দ্বীনের বীজ রোপণের গুরুত্ব:

উম্মাহর আগামী প্রজন্মের কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় নয়; তাদের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং আদর্শ ও নৈতিকতার সুরক্ষায় মৌলিক অবদান রাখেন পিতামাতা। এক্ষেত্রে তারা ভিত্তিমূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়টি তাদের সহায়তায় নয়; বরং মূল কর্মযজ্ঞটা তাদের হাত ধরেই হতে হয়। নতুবা মানবতা ও মনুষ্যত্বের ধারা প্রকৃতপক্ষে যা উম্মাহর প্রকৃত মূল্য ও অবস্থান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজন ও গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে তা টিকে থাকতে পারে না।
দুটি ক্ষেত্রের কথা বলতে চাইছি, তা হল–

এক. শিশুর দ্বীনী তালীম-তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম পাঠটা তাকে রপ্ত করিয়ে দিন। তার দিল ও দেমাগে ঈমান ও ইসলাম খোদাই করে দিন এবং দ্বীনী চেতনা ও মূল্যবোধ তার মাঝে প্রোথিত করে দিন।

দুই. ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযত করুন এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের ছোবল থেকে সন্তানকে রক্ষা করুন।

◆শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে জোর দিয়েই বলে থাকেন, শিশুর দিল-দেমাগের স্বচ্ছ শ্লেটে যে রেখাই টানো না কেন তা অঙ্কিত হয়ে যায়। আর বিলীন হয় না। অনেকসময় মনে হয়, হয়ত তা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা বিলকুল উধাও হয়ে যায় না। কোনো কারণে চাপা পড়তে পারে। কিন্তু সময় মতো তা আবার ফুটে ওঠে, জেগে ওঠে।
কথায় আছে- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাঁকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।অর্থাৎ শিশুটি একদলা নরম কাঁদামাটির মতো থাকে,তাকে যেমন ইচ্ছা গড়ে তোলা যায়।কিন্তু বড় হয়ে গেলে তাকে সোজা করা খুব কঠিন,প্রায় অসম্ভব।
শৈশবেই শিশুর কোমল অন্তরে ইসলামের বীজ রোপণ করে দিতে পারলে পরবর্তীতে কোনো শক্তি, কোনো চক্রান্ত, কোনো শিক্ষা, কোনো দীক্ষা, কোনো সভ্যতা, কোনো সংস্কৃতি, কোনো ধরনের কোনো কিছু খুব সহজে তা মুছে দিতে পারবে না। মিটিয়ে দিতে পারবে না।
◆শিশুকে কালিমা, নামায, তিলাওয়াত শিখিয়ে দেওয়া, তাকে আল্লাহ-রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই কাজগুলোর পাশাপাশি শিশুকে এ তরবিয়তেও

গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে কুফর ও শিরক চিনতে পারে, এর অসারতা অনুধাবন করতে পারে এবং এর প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে। তাওহীদের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখে এবং এর প্রতি মহব্বত রাখে। মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ঈমান-ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারায় পুলক অনুভব করে। দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হয়। আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচল থাকে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশক ও মহব্বতে দিওয়ানা থাকে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা বোধ করে। পার্থিব উৎকর্ষকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে না করে এবং একেই চূড়ান্ত সফলতা জ্ঞান না করে। সততাপূর্ণ জীবন যাপন, সত্যবাদিতার অভ্যাস, পরোপকারিতা ও পরার্থপরতার আগ্রহ, সৃষ্টির সেবার মানসিকতা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাও পিতামাতার দায়িত্ব।

শিশুকে দ্বীনি পরিবেশ প্রদানের গুরুত্ব :

মানুষের দ্রুততম বিকাশ হয় শৈশবের শুরুতে। জন্মের পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত থাকে বিকাশের এই পর্ব।

ছয় মাসের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্কের অর্ধেক গঠিত হয়ে যায় এবং আট বছরের মধ্যে তৈরি হয় ৯০ শতাংশ। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, সামাজিক যোগাযোগ ও শারীরিক সম্ভাবনা বিকাশের জন্য এই পর্যায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

সে কারণে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর অভিজ্ঞতা তার সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। কারণ সেগুলোকে ঘিরেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়।
আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার।সন্তানের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে :
এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব।
দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি।
তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা।

এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

◆সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদাকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

◆একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসাই সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে। এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাঃ বলেছেন: ‘প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫)

◆অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই নিয়ে আসবে? নাকি সঙ্গে করে ধর্মদ্রোহিতা ও

নাস্তিকতাও নিয়ে আসবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, ওই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে গিয়ে যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

◆আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

◆আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

◆বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে

ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ডিশ এন্টেনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে পিতামাতার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।এতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে এটিকে তারা হারাম মনে করছে না।ফলশ্রুতিতে ডাস্টবিনে পাওয়া যাচ্ছে নবজাতকের লাশ,আর আমরা স্লোগান তুলছি উন্নয়নের।

সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের ফযীলত:

সুসন্তান মা-বাবার জন্য উত্তম সদকায়ে জারিয়া। সদকায়ে জারিয়া হলো- এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ এই পৃথিবী যত দিন থাকবে, তত দিন পর্যন্ত কবরে শুয়ে শুয়ে সদকাকারী ব্যক্তি এর সওয়াব পেতেই থাকবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সদকায়ে জারিয়া অব্যাহত রাখতে সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া।

বহু নেককার মানুষ আছে, যাদের মৃত্যুর পর আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে মা-বাবা নেককার-পরহেজগার সন্তান রেখে কবরে যান, মৃত্যুর পর তাঁর নেকি অর্জনের পথ বন্ধ হয় না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না। ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও ৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' -(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩১০)

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে, (১) যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেবে অথবা (২) নদী খননের ব্যবস্থা করবে অথবা (৩) কূপ খনন করবে অথবা (৪) কোনো খেজুরগাছ রোপণ করবে অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা (৬) কোরআন (তিলাওয়াতের জন্য অথবা এর আহকাম জীবনে বাস্তবায়নের জন্য) কাউকে দান করবে, অথবা (৭) এমন কোনো সন্তান রেখে যাবে, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।' (মুসনাদে বাজজার, হাদিস : ৭২৮৯; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৭৩)

মা-বাবা একজন নেক সন্তানের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন। তাঁরা নেক সন্তানের মাধ্যমে সমাজের বুকে যেমন সম্মানিত হন, তেমনি আখিরাতেও তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন,

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা সমুন্নত করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৬১০)

অর্থাৎ মা-বাবার জন্য নেক সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের জান্নাতের উচ্চাসন দান করবেন। সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা জরুরি। সুসন্তান ইহকাল ও পরকালের পাথেয়।

মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সন্তানেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। তাদের মা-বাবাকে হাশরের দিন নূরের টুপি পরানো হবে। হজরত মুয়াজ জুহানি রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাহলে তার মা-বাবাকে কিয়ামত দিবসে একটি (নূরের) তাজ (টুপি) পরানো হবে। যদি সূর্য তোমাদের গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে ওই সূর্যের আলো অপেক্ষাও ওই টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তার মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে?' (আবু দাউদ:১৪৫৩)।

ইবনে আবু তালেব রা: হতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূল সা: এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং উহা মুখস্থ করেছে অতঃপর কুরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্য তা হালাল করেছে এবং কুরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্য তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল।' (তিরমিজি:৫/২৯০৫)।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক, যারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সাহাবিরা আরজ করল যে, হে আল্লাহর রাসূল তাঁরা কারা? তিনি বলেন, যারা কুরআন পাঠকারী এবং উহার ওপর আমলকারী। তারা হলেন আল্লাহর পরিবারভুক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।' (মুসনাদে আবু দাউদ:৩/২২৩৮)

পরিশিষ্ট :

সমগ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলোর সারমর্ম এমন দাঁড়ায়–

- শৈশব আবেগ-অনুভূতি: আপনার সন্তানের প্রতি আপনার ভালবাসার জানান দিন। এতে সে আপনার ভালোবাসা আরো গভীরভাবে অনুভব করবে। আর এভাবে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিকশিত হবে।
- বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা: হুমকি-ধমকি বা শাস্তির ভয় ছাড়া আপনার শিশুর আচার-আচরণের উন্নতি হবে এমন পরিবেশ দিন। কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা সবচেয়ে ভালো শেখে।

- ভাষা দক্ষতা:বই পড়ার প্রতি আপনার সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে সাহায্য করুন। তাকে গল্প বলুন। মন দিয়ে তার কথা শুনুন।
- আত্মবিশ্বাস:আপনার শিশুর প্রতিভা খুঁজে বের করুন। তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করবেন না।
- কৈশোর: কৈশোরে শিশুরা মানুষের আকর্ষণ চায়। মূল্যায়ন চায়।সমর্থন পেলে ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আত্মবিশ্বাসের সাথে ওরা দায়িত্ববান হয়।
- নেককার সন্তান দুনিয়ার প্রশান্তি আর পরকালে মুক্তির উপায়।ভালো পিতামাতা সন্তানের সুশিক্ষায় কখনো উদাসীন হয়না। সন্তানকে কখনো বদদোয়া করেনা।সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে নিরবিচ্ছিন্ন দুয়ার পাশাপাশি নিজের জীবনেও ইসলামকে ধারণ করা চাই।
- ইন্টারনেট ও সোশাল মিডিয়া সন্তানের স্বাস্থ্য ও চরিত্রকে নষ্ট করে।আপনি নিজেই স্ক্রিন আসক্ত হয়ে পড়ে থাকলে, তাকে যত নিষেধই করা হোক না কেনো কোনো ফায়দা হবেনা।সেও আগ্রহী এবং আগ্রাসী হয়ে উঠবে।
- যে সন্তান শৈশবে সৎসঙ্গ পায়না, সে বড় হয়ে অনেক সময় পিতামাতার কষ্ট ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়।তাই সৎসঙ্গ নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- নেককার সন্তান এমনি এক নেয়ামত যে বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবার সহায় হয়, মৃত্যুর পর মুক্তির উপায় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে,পানীয় ও আহার্যের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান দেওয়া, তাদের শরীরকে কাপড় দিয়ে ঢাকা যেমন পিতার উপর ওয়াজিব তেমনি ভাবে পিতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের অন্তরকে ইলম ও ঈমানের মাধ্যমে তরতাজা রাখা এবং তাক্বওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির লেবাস পরিধান করিয়ে দেওয়া, কেননা তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে সন্তান পালনের মাধ্যমে উভয় জগতের কল্যাণ লাভের তাওফীক দিন- আমীন!

তথ্যসূত্রঃ

বইঃ সন্তান-স্বপ্নের পরিচর্যা(মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ)

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ সাঃ (ড. হিশাম আল আওয়াদি)

http://www.tawheederdak.com/article_details/179

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/09/04/810603

https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/590422/

https://m.dailyinqilab.com/article/362616/

https://www.alkawsar.com/bn/article/2805/

https://www.alkawsar.com/bn/article/2750/

https://at-tahreek.com/

https://samakal.com/todays-print-edition/tp-islam-society/article/18021509/

https://patheo24.com/

https://www.sonalinews.com//m/religion/news/174690

https://www.dailynayadiganta.com/opinion/552948/

https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/399382.details

https://www.prothomalo.com/amp/story/religion/

https://www.alkawsar.com/bn/article/2059/

https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=159

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=133&chapter=11107

https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=20&section=486

https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=3&section=287

https://www.alkawsar.com/bn/article/1412/

Al Quran

https://gtaf.org/apps/quran